দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 06 2002

চট্টগ্রামে ছাত্র রাজনীতির বেহাল অবস্থা

সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা, চট্টগ্রাম অফিস ।। চট্টগ্রামে প্রধান দুইটি ছাত্র সংগঠনের এখন বেহাল অবস্থা। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে মহানগর ছাত্রলীগের কোন কমিটি নেই। আর প্রায় ৭ বছর ধরে মহানগর ছাত্রদলের একই কমিটি কাজ করছে। মহানগর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতা হিসেবে যারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাদের অধিকাংশই বর্তমানে ছাত্র নয়। এর ফলে প্রকৃত ছাত্ররা নেতৃত্বে আসতে পারছেন না বলে সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিমত।

মহানগর ছাত্রলীগের কোন কমিটি না থাকায় ছাত্রলীগ বহু বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক গ্রুপই নিজেদেরকে ছাত্রলীগের মহানগর পর্যায়ের নেতা বলে দাবী করছে। এর ফলে মহানগরীতে ছাত্রলীগের অন্তত: তিনটি গ্রুপ কাজ করছে। এ তিনটি গ্রুপ বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। নগরীতে ছাত্রলীগে আ, জ, ম নাসির গ্রুপ, এমইএস কলেজ ভিত্তিক মামুন গ্রুপ ও সিটি কলেজ ভিত্তিক মশিউর গ্রুপের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ সমর্থক হতাহত হয়েছে। ২০০০ সালের ২৬শে জুলাই নগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় ছাত্রলীগের ৬ জনসহ ৮ জনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে নগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে ছাত্রলীগের তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে নগর ছাত্রলীগের ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন নিয়েও ছাত্রলীগের বিভিন্ন কলেজ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর নগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও আজও কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ষ্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কমিটির কয়েকজন কারাগারে রয়েছে, আবার কেউ কেউ আত্মগোপন করে আছে। গত সপ্তাহে নগর ছাত্রলীগের কমি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ছাত্রলী পুনর্গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবেক প্রতি

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে ছাত্র

(৭ম পৃঃ পর)

মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও ছাত্রলীগে কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পাল উপলক্ষে চট্টগ্রাম সফরে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্ত নেতৃবৃন্দ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

দীর্ঘ ৭ বছর পূর্বে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের কমিটি নাজিমুর রহমানকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এক পর্যায়ে ঐ কমিটি নিষ্ক্রি হয়ে পড়ায় মোহাম্মদ আলীর স্থলে আর ইউ চৌধুরী শাহিনাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত কমিটির অন্তঃদ্বন্দ্বের জের হিসেবে দুইজন ছাত্রদল কর্মী নিহত হলে সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াছিন চৌধুরী লিটনকে বহিষ্কার করা হয় বর্তমানে নগর ছাত্রদলের অন্তত: দুইটি গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। একটি অংশে বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যরা অপর অংশটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নগর ছাত্রদলের সভাপতি নাজিমুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আর ইউ চৌধুরী শাহীনের নেতৃত্ব নিয়েও সংগঠনের কর্মীদের অভিযোগ রয়েছে। বিবাহিত এ দুই নেতা সংগঠনের কাজের চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক কাজে বেশী সময় ব্যয় করে থাকেন। একইভাবে নিস্ক্রিয়তার অভিযোগে সাধারণ সম্পাদক পদ হারানো এবং পারিবারিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার পর আবার ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ায় অনেকে তা ভাল চোখে দেখছে না।